খণ্ডিত পূর্ণিমা

কল্যাণ মজুমদার

বাড়ি পৌঁছতে সন্ধে গড়িয়ে গেল। সারাদিনের প্রায় অভুক্ত শরীরেক্লান্তি ছাপিয়েও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে রানা। পুলিশের হেনস্থার বিদ্ধে ক্ষোভ। তাহলে আর শ াসক দলের হয়ে কাজ করারফায়দা কী ! অধীরদা বারবার আশ্বাস দিয়েছিল, কিছু হবে না। পুলিশ ধরলেও আমি তো আছি। ছিলেন ঠিকই। ছাড়িয়ে তো অ ানলেন। কিন্তু দশদিন ধরে যে যন্ত্রণা সইতে হল তার দাম দেবে কে ? রোজগার বন্ধ। সংসার কীভাবে চলছে কে জানে ! হাকোড়-পাকোড় করে যাকেদিনচাল াতে হয়, স্ত্রী-কন্যার অন্নসংস্থান করতে হয়, তার এইসব ভীমরতিমানায় না —পূর্ণিমা যা মেয়ে —ও যে এখন কী করবে বলা কঠিন। থানাতে একবার দেখা করতেও যায়নি। বিল্টুকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে, তোমাদেরদাদাকে বলো, তার মুখ গামছা দিয়ে ঢাকা গেলেও ঘোমটা দিয়ে পুন্নিমে আড়ালকরা যায় না।

কথাটারমানে কী ? জেলে বসে অনেক ভেবেছেমহীতোষ। কিচ্ছু উদ্ধার করতেপারেনি। এই নাবুঝ রহস্যময়তারজন্যই পূর্ণিমার অথৈ পাথারে ডুবেছে মহীতে াষ। কতজনই তো ওর জন্য পিত্যেশ দিয়ে পড়েছিল। তবু জয় হয়েছে মহীতোষের। জয় শুধু নয় ওই জেদি, তেজি মেয়েটিকেএকেবারে গৃহপালিত বশংবদ গেরস্থ-বউ করেও রাখতে পেরেছে। বটুক হালদারের সেলাইয়ের কারখানা থেকে তুলে এনে ঘরেআটকে রাখা বড় সহজ ছিল না। মাঝেমাঝেই পূর্ণিমা আব ার কাজ নেবার কথা বলত। বলার কারণও ছিল। নেতাগিরি করতে গিয়ে ছাঁটাই হবার পর নিয়মিত রোজগারছিল না। প্রায় উঞ্ছবৃত্তি করেইচালাতে হত। তবু পূর্ণিমার যুক্তিসঙ্গতআবদার মেনে নেয়নি। বরং ঝাঁঝিয়েছে,কেন, অন্য পুষদের সঙ্গে ঢলানি না-করতে পারলে জীবন পানসে লাগছে? বটুক হালদারের সঙ্গে এত আঠা কীসের?

আসলেপূর্ণিমার দিকে অন্য কোনও পুষ চোখ তুলে দেখবে— সহ্য করতে পারেনা মহীতোষ। কারণ পূর্ণিমার শরীরেরঅমোঘ টান। চোখে চাইলেই কামনারঢেউ ভাঙবে পুষের চোখে। এখানেপুষ অসহায়। নিজের অসহায়তারইতিহাস থেকেই শিখেছে মহীতোষ।

বাড়িরসামনে দাঁড়াতেই মাথায় আবারআগুন জ্বলে । নিঃঝুম পোড়োবাড়িযেন। অন্ধকার। জেল থেকে বেরিয়ে সোজা পার্টি অফিসেগিয়েছিল। অফিস বন্ধ। অধীর প্রামাণিকের ঠেকে গিয়ে শুনল,কোলকাতা গেছে। ওর চামচেইরফানহায়দার বলল, মহীদা, এখন বাড়ি যাও। পরে এসে দেখা কোরো।

মহীতোষভেবেছিল, ঠিক বিজয় মিছিল না-হলেও ও ফিরে এসেছে বলে—তাও বেকসুরখালাস, কেননা ওর বিদ্ধে সব অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়েছে— দলেরছেলেদের মধ্যে উচ্ছ্বাস থাকবে, কিছু স্লোগানবাজি হবে, শত্রপক্ষের বিদ্ধে'আওয়াজ' দেওয়া হবে। এমনইতো স্বাভাবিক। ও নিজেই এমন আয়োজনকত করেছে। অথচ সেদিনের ছোকরাইরফান কেমন তরল ঔদাস্যে বলে দিল, এখন বাড়ি যাও। উপস্থিত একটা ছেলেও বলল না, চলো আমরা তোমাকে নিয়েযা চ্ছি।

উচিততো দলবদ্ধভাবেই যাওয়া। দল মানেইজনতা। জনতাই শক্তির উৎস। এই উৎসই অন্যদের জীবিত রাখবে। বিরোধীদের চেতাবনি দেবে। জেনেবুঝে এই সুযোগটা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে ।কেন? একলা তো বিপদও হতে পারে। বিশেষ এখন ওর কাছে কোনও হাতিয়ারনেই। ইরফান সম্ভবত ওর চোখেরভাষা পড়তে পেরেছিল। বলল, এইশিবে, মহীদাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আয়। রথতলা পার করিয়ে আসবি।

ওইঅঞ্চলটায় শ্রীধর পোদ্দারের হম্বিতম্বি বেশি চলে। ওকে হঠাবার জন্যই অধীর প্রামাণিকের তালে চলে, ফেঁসে গেছে মহীতোষ। একলা নয়, আরও পঁ াচজন। তবু কেবলমহীতোষকেই ছাড়িয়ে আনল অধীরদা, অবশ্যই তার পূর্বকৃতী ও দলেরপ্রতি একনিষ্ঠতাবশত।

শিবেচলে যাবার পর আরও মিনিট সাতেক হাঁটতে হয়েছে। সুনসান রাস্তা পেরিয়ে বাড়ির সামনেদাঁড়িয়ে মহীতোষের মনে হল, নিজের বাড়ি চিনতে ভুল হচ্ছে না তো ?

ভুলহবার কথা ওঠে না। সারাজীবনে দুটিস্মরণীয় কাজ করেছে মহীতোষ। দেড় কাঠা জমির ওপর এই একতলা বাড়ি। ছাঁটাই হবার আগে ফ্যাক্টরি থেকে লে াননিয়ে করেছিল। যে-কারণে ছাঁটাইহবার পর আর বিশেষ টাকা পায়নি। দ্বিতীয় কাজ অবশ্যই পূর্ণিমা অর্জন। সজোরে কড়া নাড়ার পর ভিতর থেকে প্রশ্ন াসে— কে?

—আমি—আমিগো— দরজা খোলো।

খুটশব্দ করে দরজা খুলে যায়। আবছা আলোয়পূর্ণিমা—তুমি !

—ছেড়েদিল। বেকসুর খালাস। কেউ খবর দেয়নি তোমাকে ? লতু কোথায় —লতু?

—লতুরজুর। এখন ঘুমোচ্ছে।

জামাকাপড়ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে চার বছরের ঘুমন্ত মেয়ের কপালে হাত বুলিযেমহীতোষ বলল, কবে থেকে হয়েছে জ্বর ?

—তিনদিন হল।

—ডাক্তার দেখিয়েছ ?

—ডাক্তার দেখাতে টাকা লাগে । চা খাবে ?

চায়েচুমুক দিয়ে মহীতোষ বলল, তোমরা ঠিক ছিলে তো ? টাকার কথা বলছিলে— অধীরদা পাঠায়নি?

—একসপ্তাহ আগে একশো টাকা পাঠিয়েছিলেন। এখন আমার হাতে কিছু নেই। বাজার না করলে ভাতেভাত ছাড়া আর কিছু দিতে পারব না।

বিস্মিতমহীতোষ জ্বলে ওঠে, আশ্চর্য তো! আমাকে অধীরদা বারবার বলেছে, তুই কিচ্ছুভাবিস না। সব দায়িত্ব আমার। এই আশ্বাস দিয়েছিলেন বলেই আমি

অতবড়ঝুঁকি নিয়েছিলাম।
পূর্ণিমাঘৃণার স্বরে বলে, তুমি আর তোমার অধীরদা! তোমরা কি মানুষ ! কতবার বলেছি আমাকে কাজটা করতে দাও। দিলে না। আমাকে ঘরে বন্দি করে তে ামার শান্তি। কুকীর্তি তো অনেক করেছ। যা বাকি ছিল, মেয়েছেলের ওপর অত্যাচার,তাও করলে। এবার মেয়ে আর আমাকেমেরে শেষ শান্তি পাও। আম াকেরেহাই দাও।
কাপনামিয়ে মহীতোষ পূর্ণিমার পিঠে হাত দিয়ে বলে, এমন বলে না, পুন্নি! আমি এসেগেছি। দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।
ছিটকেসরে গিয়ে পূর্ণিমা বলল, আমাকে ছোঁবে না তুমি। যে হাতে ওইসব নিরীহ মেয়েদের সর্বনাশ করেছ সেই হাতে আর কোনওদিন ছোঁবে না আমাকে।
—আমিকিচ্ছু করিনি। করিনি বলেই তো ছেড়েদিল। আমার বিদ্ধে কেস সাজাতেইপারেনি। এসব নিছক চত্রান্ত। শ্রীধর পোদ্দার অধীরদাকে টাঙাবার জন্যঅ ামাদের বিদ্ধে ফলস কেস দিয়েছে। আমাকে কেউ শনাক্ত করতে পারেনি।
—ওসবচপ তোমার দলের লোকেদের শুনিয়ো। সত্যটা আমার ভাল করে জানা আছে। ওই বরযাত্রীদের মধ্যে আমার পুরনো বন্ধু কেতকীর ছোট বোনকুসুম ছিল। আমি ওকে দেখতেগিয়েছিলাম, ওর বর্ণনা মতো তুমিই ওর ওপর ঝাঁপিয়েছ সবচেয়ে বেশি। তোমার ক্ষমতার দৌড় আমার চেয়েভাল আর তো কেউ জ ানে না। এখন এসববলতে ভাল লাগছে না। টাকাপয়সারকিছু করতে পারো কিনা দেখো।
—ঠিকআছে। আমি তাহলে ঘুরে আসি। লতুর জন্য ওষুধ লাগবে কিছু ?
—বোধহয়লাগবে না। জ্বর কমের দিকে। মনে হয় এবার ছেড়ে যাবে।
পূর্ণিমাজানাল না যে সপার্ষদ শ্রীধর পোদ্দার দু'দিন ওর সঙ্গে দেখা করে গেছে। সমাজসেবক হিসেবে মানুষের বিপদে ওঁকেআসতেই হয়। বিপদের কোনও দল-মত-বর্ণ হয় না। শ্রীধর আশ্বস্ত করে বলেছিল, কোনওসংকোচ কোরো না। মহীতোষকে আমিছোট ভাইয়ের মতোই দেখি। যেকোনও দরকার হলে বোলো। শ্রীধরেরভারী ঠোঁটের ভাঁজে কাঁপতে থাকা হাসির বুজকুড়ি আর চোখের আগ্রাসীচাউনি পূর্ণিমাকে সন্ত্রস্ত করেছিল। ও সবিনয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে কোলে তুলে নিয়েছিল লতুকে। লতুই যেনবর্ম।
শ্রীধরওঅধীরের মতো শাসক দলের চাঁই। তবেশ্রীধরের অর্থবল বহুগুণ। শোনা যায় তারবহু রকমের ব্যবসার মধ্যে অবৈধ অসামাজিক ব্যবসাও আছে। আর এই ব্যবসাগুলোই তার শক্তির উৎস। অধিকাংশ বেকার যুবক ওরই দলে। ধনবল ও লোকবলের জন্য পার্টি শ্রীধরের ওপরইনির্ভরশীল। আগামী পঞ্চ ায়েতনির্বাচনের পর ওর সভাধিপতি হবার কথা। তবে রাজ্য দলের একাংশের লোক দেখানো ছুৎমার্গিতার জন্য অধীরপ্রামানিকের পাল্লাটা ভারী হচ্ছিল। অধীরের ইমেজ মুখ্যমন্ত্রীর মতোই সফেদ। দলে নিজের অধিষ্ঠান নিশ্চিত করার জন্যইঅমন হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। শ্রীধর পোদ্দারকে ফাঁসাতে পারলে অধীরের নমিনেশন ও নির্বাচনঠেকাবার ক্ষমতা কারও নেই। অধীর প্রামানিকের হুকুমেই পার্টি চলবে, প্রশাসনলড়বে। পরের ধাপ বিধানসভা এবংমন্ত্রীত্ব। এই স্ব প্নটা বড়প্রিয় অধীরের।
সেইস্বপ্ন সফল করার উদ্দেশ্যেই বিল কুড়িয়ার মাধব হাজরার মেয়েরবরযাত্রীদের ওপর ডাকাতির ছকটা তৈরি করেছিল। পুলিশকে বলা ছিল। ধরা পড়ত শ্রীধরের পোষা লোকজন। মাধব হাজরার সঙ্গে শ্রীধর পোদ্দারের দীর্ঘ শত্রুতা সর্বজনবিদিত। মহীতোষকে অনেক ভেবেই সেনাপতি মনোনীতকরেছিল। ও সকলকে চেনে। কাজটা করিয়ে সরে গেলে কেউ অধীরেরটিকিও ছুঁতে পারত না। সব গোলমালহয়ে গেল মেয়েদের জন্যে। একজনের গলারহার খুলতে গিয়ে মহীতোষের চোখ আটকে যায় মেয়েটির ভারী বুকেরভাঁজে। ছাঁটাই হবার পর থেকেপূর্ণিমা আর ধার ঘেঁষতে দেয় না। মহীতোষের তখন দামাল তুফান। ও মেয়েটিকে টেনেপাশের আধা তৈরি দালানে নিয়ে যায়। ওকে দেখে সঙ্গের ছেলেরাও উৎসাহিত। যে যাকে পারে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মহীতোষ প্রথম মেয়েটিকে ছেড়ে যাবার উদ্যোগ করতেই চোখে পড়ে অন্ধকারে ভয়ে জড়সড় কুসুমের ওপর। কী দেখেছিল কুসুমের চোখে জানে না মহীতোষ। শুধু মনে হয়েছিল তক্ষুনি ওকে না পেলেজীবন অর্থহীন। মহীতোষ অন্ধ নেশায়কুসুমকে হিঁচড়ে টেনে ওর ব্লাউজ ছিঁড়ে নিরাবরণ করেছিল যথার্থ পশুরমতো। আত্রমণ করেছিল বারবার। নিঃস্পন্দ শরীরের বিদ্ধতা ওকে করে তুলেছিলহিংস্র, বিচার বিবেকরহিত। কুসুমেরতীব্র আর্তনাদে হতচকিত মহীতোষ দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। বুঝতে পেরেছিল চিত্রনাট্যের ঢের বাইরেপরিত্রমা ঘটে গেছে। অধীরকে খবর দিয়েনিজের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিল। দু'দিন পরে পুলিশ ওকে গ্রেপ্তার করে।
এখনওরাস্তায় যেতে যেতে মনে হয়, প্রথমেই কেন কুসুমের দিকে চোখপড়ল না। তাহলে এত অঘটন ঘটত নাহয়তো। ওকেও বুকের মধ্যে অতৃপ্তিরঅবুঝ ভার বয়ে বেড়াতে হত না। কুসুমের জন্যই যেন লেখা হয়েছিল স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলাদপি ! যা হবার হয়ে গেছে। যা হয়নি তা আর হবার নয়। এখন আবার পুরনো ভূমিতে স্থিতুহওয়া দরকার। দরকারকিছু মাল্লু জোটানো। মহীতোষ জানে এক কথায়টাকা জোগাতে পারে কেবল সন্তোষ চত্রবর্তী। পরবর্তী অ্যাকশনেরখোঁজও মিলতে পারে। অ্যাকশন না হলেমাল্লু মিলবে কী করে!
ওকেদেখে সন্তোষ সোল্লাসে বলল, কবে ছাড়া পেলি ? আবার ডেট পড়বে ?
—আজই এলাম। বেকসুর খালাস। আমার এগেনস্টে কোনও চার্জ নেই। আমি তো ছিলামই না। ফালতু জড়িয়ে দিল।
একটুপরে মহীতোষ বলল, কিছু মাললু ছাড়, গু। আর কাজকর্মের কথা বল। কতগুলো দিন বেকার গেল। মেয়েটার আবার জ্বর।
—কতলাগবে এখন ?
—হাজারখানেক ছাড় এখন।
—হাজারহবে না। শ'পাঁচেক নিয়ে যা এখন। শ্রীধরদা তোর খোঁজ করছিলেন। একবার দেখা করিস।
—ওইশালাই তো আমাকে ফাঁসিয়েছে। পুলিশকে জোর করে এফ. আই. আর-এ নাম ঢুকিয়েছে আমার । শালার হারামিকে আমি দেখে নেব।
সন্তোষবলল, তোর স্বভাব আর বদলাল না। নাজেনেবুঝেই খেপে উঠিস। ঠিক আছেদু'এ্ক দিন সব চুপচাপ দেখে যা। তারপর এসে বলিস।
—তানা হয় হল। কাজকম্মের কী হবে ?
—আগেযা করছিলি তাই করবি। রিকশা ইউনিয়ন, বাজার সমিতি। বাড়িজমির কাজ উপরি। তোর ভাবনা কীমহীতোষ, দুই নেতারই চোখের মণি হয়ে আছিস!
বাজারকরে ফেরার পথে একটা রামের পাঁইটও তুলে নিল মহীতোষ। অনেকদিন মাল খাওয়া হয়নি। আজ জমিয়ে টানবে। পুন্নিকেও ঘেঁটে দেখবে।
ওরমেজাজের যা ফরমা দেখা গেল তাতে রামের আশ্বাস ছাড়া সামলানো কঠিন হতেপারে।
পরেরকয়েকটা দিনও সারা অঞ্চল বরযাত্রীদের ওপর হামলার জেরে টলমল হয়ে রইল। খবরের কাগজ, টিভির লোকজন, মানবঅধিকার রক্ষার কর্মকর্তাদের বারম্বার আনাগোনায় পুলিশপ্রশাসনের সঙ্গে নেতারাও ব্যতিব্যস্ত। মহীতোষ বারবার ঘুরেও কারও সঙ্গে দেখা করতে পারে না। মনে সন্দেহ আসে, ওকে কী এড়িয়ে যাচ্ছে ? নিজের কাজের জায়গাতেও ঠিক যেন আগেরপরিস্থিতি নেই। রিকশা ইউনিয়নথেকে ওকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে। ইরফান বলেছে, পা র্টি তোমাকে আরও বড় দায়িত্ব দিতে চায়। তুমি রিকশা ইউনিয়ন বিল্টুকেছেড়ে দাও। বুঝে নিতে বিল্টুর সময়লাগবে কয়েকদিন। তার মধ্যে তোমারএরিয়া ফিট হয়ে যাবে।

সেদিনইরাতে পূর্ণিমা আবার বলল, বটুকবাবু অনাদিকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন। আমি করলে কাজ দেবেন। অনাদিকে যা টাকা দেন আমাকেও দেবেন। এই সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না।
মহীতোষবলল, তোমার কি খাওয়া পরার কোনও অসুবিধে হচ্ছে ?
—নিয়মিতরোজগার না থাকলে তো অসুবিধে হয়ই । মেয়ে বড় হচ্চে— ওর লেখাপড় ার কথাও ভাবতে হবে। এভাবে তোচলবে না।
—কীভাবেচলবে সেটা আমি বুঝব। আর কয়েকটাদিন যেতে দাও রেগুলার ইনকামেরও বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। আমি বেঁচে থাকতে তুমি বাইরেরোজগারের ধান্দ ায় যাবে না।
—কথার কী ছিরি! রোজগারেরধান্দা—সেলাই কলের চাকরি কি ধান্দা ? অন্নদাদিরা ধান্দা করছে ?
—কে কী করছে আমার জানার দরকার নেই। তুমি করবে না, ব্যস। এইনিয়ে আর কোনও কথা নয়।
পরদিনপার্টি অফিসে যেতেই ইরফান বলল, শ্রীধরদা তোমাকে দেখা করতে বলেছিল,তুমি যাওনি। ভেতরে যাও। শ্রীধরদা তোমার জন্য বসে আছেন।
ঝকমকেদোতলা পার্টি অফিস দেখে কে বলবে বছর পঁচিশ আগে এখানে দরমার বেড়ারপার্টি অফিসে চাটাইয়েবসে ভাঁড়ে চা খাওয়া হত। এখন মোজেক ফ্লোরে দামি চেয়ার টেবিল। কমিটিমে এয়ার কণ্ডিশনার। শ্রীধর সেখানেই বসে আছে। মহীতোষ ঢুকে বিনীত গলায় বলল, আমায় ডেকেছিলেন, শ্রীধরদা!
তীক্ষনচোখে ওর দিকে তাকিয়ে শ্রীধর বলে, ডেকে তো ছিলাম, তুমি গেলে না! তাইআমিই এলাম। বসো।
মহীতোষএকটা চেয়ার টেনে উলটোদিকে বসে। মাঝখানে টেবিলের ওপর ইণ্ডিয়া কিংয়ের প্যাকেট। শ্রীধরের ডান হাতের তিন আঙুলে দামি পাথরবসানো অ াংটি। বাঁ হাতের অনামিকায় হিরে জ্বলছে।
—তামহীতোষ, তুমি আমার কালু আর ল্যাঙড়া দাশুদের ধরিয়ে দিয়ে দিলে! ওরাইসব রেপ করেছে, গয়না লুটেছে। আরতুমি—
—আমিতো ওখানে ছিলামই না দাদা।
—তা বটে! তুমি তো ছিলেই না। কুসুমনামের মেয়েটার ব্লাউজ দাশু ছিঁড়েছিল, কী বলো। শোনো, তুমি ছিলে কি ছিলেনা সেটা তোমার কাছ থেকে জানার দরকার নেই আমার। কে তোমাকে কীভাবে ছাড়িয়েছে, সেসব তুমিজানোও না, জানার দরকারও নেই। আমি তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি শুধু এটুকু জানতে, তুমি কি আমার হয়ে কাজ করবে, নাকিশুধু কালু বিশুদের পেছনে কাঠি করবে ?
—আমাকে কী করতে হবে যদি বলেন—
—প্রথমেইপরশু কোর্টে গিয়ে বলবে কালু বিশুরাও অকুস্থলে ছিল না। তোমরা একসঙ্গে বাতাসীর ঘরে বসে মালটানছিলে। বাতাসীও সেই কথা বলবে।
মহীতোষকোনওদিন বাতাসীর ঘরে যায়নি। যদিওজানে ওকে, কী করে। বাতাসীর ঘরেছিল জানলে পূর্ণিমা নির্ঘাত ওকে খুন করবে। কোর্টে মিথ্যে বলেছে বললেও মানবে না। একেই কুসুমের ব্যাপারটার জন্য পূর্ণিমা এখনও খেপে আছে।
—কী করে হবে, দাদা! ওরা তো বামাল সমেত ধরা পড়েছে। শনাক্তকরণও হয়ে গেছে।
—সেসব ত তোমার সমস্যা নয়। পুলিশবলেছে তুমি প্রত্যক্ষদর্শী, তুমিই সবার নাম দিয়েছ, এমনকী পুলিশেখবরও দিয়েছ তুমি।
—সেকী! আমি কেন পুলিশে খবর দিতে যাব ! আমি তো ছিলামই না সেখানে।
—পুলিশরিপোর্টে যা দিয়েছে, বললাম। এরপর কোর্ট বুঝবে কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে।
—কিন্তুদাদা, আমার স্টেটমেন্ট তো রেকর্ড করা হয়ে গেছে। এখন তো সেটা বদলানো যাবে না।
শ্রীধর পোদ্দার তীব্র দৃষ্টিতে মহীতোষের চোখে চোখ রেখে বলল, হয় না—যাবে না— এসব কথাগুলো অর্থহীন, মহীতোষ। সব হয়। তোমাকে আমার বলার দরক ার ছিল। পরে বলতে পারবে না যে আমিতোমাকে সুযোগ দিইনি। এরপর তোমার বিবেচনা। আমি অবশ্য তোমাকেপরশু কোর্টে আশা করব।
সিগারেটধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আবার বলল, তোমার মেয়ে অসুস্থ শুনেছিলাম। এখন কেমন আছে?
—আপনারআশীর্বাদে ভাল আছে, দাদা।
—আমারআশীর্বাদে! ভাল । ভাল থাকলেই ভালো।
বিপুলসংশয় আর অজস্র জিজ্ঞাসা মাথায় নিয়ে বাড়ি ফেরে মহীতোষ। জটিল সমস্যার কথা পূর্ণিমাকেও বলতেপারেনা। কিন্তু শ্রীধরের কথার মধ্যেপ্রচ্ছন্ন ধমকের সুর ও নির্ভুল পড়েছে। সারাদিন চেষ্টা করেও অধীরকে ধরতে পারেনি। অধীরের সঙ্গে কথা না বলে কিছু করামহীতোষের পক্ষে এখন সম্ভবই নয়। দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুমাতেই পারল না, ভাবল, সকালেউঠেই অধীরের বাড়িতে যাবে।
প্রকৃতিওযে ওর বিদ্ধতা করবে বুঝতে পারেনি মহীতোষ। শেষ রাত থেকে প্রবল বর্ষা। কদিন ধরেই বর্ষা আসি আসি করছিল। এমন তুমুলভাবে হাজির হবে, ভ াবনায় ছিল না। সারাদিন টানা বৃষ্টিতে বেনোই হল না। বাজারে যেতে পারেনি বলে পূর্ণিমাখিচুড়ি আর ডিম ভাজা ছাড়া আর কিছু করতে পারেনি। সন্ধে গড়িয়ে যাওয়ার পর বৃষ্টি একটুকম হলেও টিপটিপ করে চলতেই থাকে। ব্যাঙের ডাকে আদিম সংগীত। একটু আগেও মেয়েকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টায় পূর্ণিম ারগুনগুনানি শোনা যাচ্ছিল। এখননিঃঝুম। শব্দ শু বৃষ্টির। যেন বা অশ্রুপাতের। অনেকদিন আরো ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যেত। এখন ওরাও বোধহয় নিরাশ্র য়।
কখনদুটো মোটরসাইকেল বাড়ির বাইরে এরা দাঁড়িয়েছে টের পাওয়া যায়নি। হঠাৎই দরজায় কড়া নাড়া ওডাকাডাকি সোঁদা নৈঃশব্দকে কুটিকুটি করে দেয়—
মহীতোষ—মহীদা—বাড়ি আছ—
চেনাগলা। দলের ছেলেরাই হবে। এই বৃষ্টির রাতে কেন— এই জিজ্ঞাসাউঁকি দিয়েও মুছে যায় মন থেকে। এমনরাতে-বিরেতে কত লোকই এসেছে, নিজেও কতবারই বেরিয়েছে।
—মহীদা,দরজা খোলো।
মহীতোষপরনের লুঙ্গিটা বেঁধে নিয়ে দরজার ছিটকিনি নামায়। সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম ঢেউয়ের মত ঘরে ঢোকেছ'জন পুষ। গায়ে চামড়ারজ্যাকেট। মুখ ঢাকা। প্রত্যেকের হাতে রিভলবার।
—একী! একী হচ্ছে—এভাবে—মহীতোষের কথার মধ্যে
ইদুজন ওকে পিছমোড়া করে ধরে। আরএকজন রিভলবার বার করে বলে, শালা, খোঁচড় সেজে সতীপনা দেখাচ্ছ। কোর্টে গিয়ে আঁখো-দেখা হাল শোনাবে,ব াঞ্চোৎ!
গলাটাচিনতে পারে মহীতোষ—বাদশা!
—না-বে,তোর শমন। যা ওপরে গিয়ে তোর বাপের কাছে সাক্ষী দিস—বলতে বলতেই উদ্যত হাত থেকেঅগ্নোৎগার ঘটে। ঠিক সাতটাবুলেট মহীতোষের বুকে

নিশ্চিত আশ্রয় পেয়েছিল।
দরজাখোলার শব্দে ভেতরের থেকে বেরিয়ে এসেছিল পূর্ণিমা। সঠিকভাবে কিছু বুঝে উঠতে পারারআগেই মহীতোষের রক্তাক্ত শরীর ওকে চুম্বকের মতো টেনে নেয়। ও—একী করলে তোমরা —তোমরা—কেন করলে—বলে আর্তনাদ করেমহীতোষকে ওঠাবার চেষ্টা করে।
একজনবলল, বস্ একবার চেখে দেখলে হত না। আমার বহুদিনের শখ মাইরি—
—আউট। আর এক মিনিটও নয়, সব গেটআউট— আউট।
যাবারমুখে দরজায় দাঁড়িয়ে দলপতি বলল, আবার দেখা হবে।
পূর্ণিমারবিস্ফারিত চোখের সামনে দিয়ে দুটো মোটরসাইকেল বেরিয়ে গেল। অন্ধকারে একটা ঢেউ নির্বিকার আছড়েপড়েই যেন ফুরোল। ভেজা বাতাসে শুধুপূর্ণিমার চরাচর-ছেঁড়া কান্নার চিৎকার যা মৃতপুরীতে প্রাণেরসঞ্চার ঘটায়। জনতা। কোলাহল। পুলিশ।
আততায়ীদেরচিনতে পারেনি পূর্ণিমা। শুধু একটানাম শুনেছিল, বাদশা। পরে জানা যায় সেরাতে বাদশা ছিল বহরমপুরের জেলে। সুতরাং—

দুই

শোকেরপরমায়ু দীর্ঘ হয় না। জীবন বহমান। জীবনের দায় দাবিও উপেক্ষণীয়নয়। অবলম্বনহীন পূর্ণিমার জীবনে শুধুইঅমাবস্যা। অনেক আশা করেছিল সেলাইকলে কাজ পাবে। কী এক অজ্ঞাত কারণেবটুক হালদার জানান, এখন তাঁর আর অতিরিক্ত লোকের দরকার নেই। সমাজসেবক শ্রীধর পোদ্দার অবশ্য দায়িত্ব এড়িয়েদূরে সরে থাকেনি। লোকবল ওটাকাপয়সা দিয়ে ঘোর দুর্দিনে প্রচুর সাহায্য করেছে। একান্ত আপনজনের মতো। সব ঝামেলা মিটলে নিজে এসে বলেছে, তুমিআমার নারীমেধা নিকেতনে যোগ দাও। মেয়েদের দেখাশোনা করবে, কাজকর্ম শেখাবে, ব্যস! তোমার আর কোনও ভাবনা থাকবে না।
পূর্ণিমারাজি হতে পারেনি। ওই নারী নিকেতনসম্পর্কে যা শোনা যায় তা আশাপ্রদ নয়। রাজপুষ ও দলীয় প্রধানদের প্রমোদ ভবনেরপ্রকৃত ছবি স্পষ্ট জানা না থাকলেও, অনুমেয়। নারী নিকেতনের লাগোয়া প্রমোদভবনেই নারীমেধা নিকেতনের পরিচালন সমিতির সভা হয় নিয়মিত।
প্রমোদভবনে বসে হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে শ্রীধর পোদ্দার বলল, তাহলে অধীর তুমিআর আমার নমিনেশন নিয়ে আপত্তি করছ না। তোমার লোকজন ছাড়া পেয়ে গেছে। আমারও কালু আর দাশুরা ফিরে এসেছে।
অধীরবলল, আমার লাইসেন্সটা—
—পাবে। হয়ে গেছে ধরে নাও। শোনো, এই সরকার ঢালাওভাবে দুটো জিনিষেরলাইসেন্স দিচ্ছে— এক, মদের দোকান, আর দুই বার। দেখছ না সব রেস্টুরেন্টে এখন বার হচ্ছে। তুমি বার চাও কালই পাবে। মদের দোকানের বড় হুজ্জোত। তবু তোমারটা হয়ে যাবে।
—শুধুবার হলেই হবে ? বারবনিতা হবে না।
—নিশ্চয়। এজন্যও মহীতোষের মৃত্যু অনিবার্য ছিল। সেইজন্যই এই নারী নিকেতন। সাপ্লাই লাইন যাতে অব্যাহত থাকে। বটুক হালদারকে বলেছি ওর কারখানা কদিনবন্ধ রেখে অন্নদার মতো বুড়িগুলোকে ভাগাতে।
—তাতেলাভ?
—সেজায়গায কচিদের ঢোকাবে। এখন আরফুসলে ঘর থেকে বের করার রিস্ক নেবার দরকার কী ! কাজের টানে ঘরের বাইরে আসবে,শাহ্খ-সলমনের খ্যামটা দেখবে। বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে বারে -রেস্টুরেন্টে সড়গড় হলেই কেল্লাফতে।
নতুনকরে হুইস্কি ঢেলে সিগারেট ধরিয়ে শ্রীধর বলে, শোনো, অধীর তোমাকে আগেওঅনেক বলেছি তুমি বোঝোনি। এখনকিছুটা বুঝেছ। আমি লিভ অ্যাণ্ড লেটলিভে বিশ্বাস করি। এই অঞ্চলে তোমারআমার দু'জনের যথেষ্ট করে খাবার সুযোগ আছে। শুধু শুধু নিজেদের মধ্যে কোঁদল করে সেটানষ্ট করা মূর্খতা। দেখো, এখানেপার্টি বলো, প্রশাসন বলো, তুমি আর আমি। আমরা যা বলব,করব, তাই হবে। কলকাতায় পার্টির হেড অফিসে নিয়মিত মাল্লু পাঠিয়ে দেবে,পার্টি নানা প্রকল্প, প্রোগ্রামের নামে তোমাকে মাল্লুর জোগানদিয়ে যাবে। তুমি তোমার টুকু খুঁটেনেবে। কবির কথায় আছে না — দিবেআর নিবে মেলাবে মিলিবে। ব্যস! হ্যাঁ,আরও দুটো কাজ আছে অবশ্য। বছরেদু'তিনবার ব্রিগেড ভরার জন্য লোক পাঠাবে আর স্থানীয়ভাবেকয়েকটা বন্ধ আর অবরোধ করবে। ছেলে-ছোকরাগুলোকে এটা ওটা পাইয়ে দেবে—ছোটকনট্রাক্ট, অটোর লাইসেন্স, ট্যাক্সির লোন, আর জমিবাড়ি তৈরি, কেনাবেচাএসব তো আছেই। আর মাঝে মধ্যেসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে।
—আপনিকেবল আপনার আর আমার কথা বললেন। অন্যরা ছাড়বে কেন— এখন তো সবাই নেতা হতে চায়।
—যতক্ষণপর্যন্ত সাইজে থাকে কোনও চিন্তা নেই। ছায়ার থেকে লম্বা হতে চাইলে ঝরিয়ে দেবে। নতুবা এত কমিটি-সমিতি-উপসমিতি আছে,সবারই ঠাঁই হয়ে যাবে। তাতেও নাহলেনতুন আরও দুটো চারটে কমিটি করে দেবে। ভাবনা কী! শুধু ঐক্যটা বজায় রাখা চাযই। দলগত ঐক্য তো চাই-ই, সেই সঙ্গেভাগ-বাঁটোয়ারা, ভোগ-সুখের ঐক্যও খুব জরি।
গ্লাসশেষ করে অধীর বলল, কিন্তু মহীতোষের ব্যাপারটা বড় ভাবিয়েতুলেছে—একজন ট্রাস্টেড কমরেড ছিল মহীতোষ। ওর স্ত্রীর একটা ব্যবস্থা করা আমাদেরদায়িত্ব।
—অবশ্যই।সেজন্যই আমি নিজে গিয়ে ওকে নারী সেবা নিকেতনের মেট্রন করতে চেয়েছিলাম। রাজি হল না। তুমিও বলে কয়ে দেখতেপারো। ভাল কাজ, ভাল মাইনে।ডিগনিটি অ্যাণ্ড সিকিউরিটি দুটোই পাবে।

তিন

শেষচুড়িটিও বিক্রি করে সন্ধেবেলা পূর্ণিমা নিজের ঘরে বসে ভাবছিল, এভাবে আরচলে না। মান-অপমান ভুলে দাদার কাছেযাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। সকলের অমতে মহীতোষকে বিয়ে করেছিল বলে বাপ-দাদা ওর খোঁজকরেনি। বাবা নেই দুবছর হল।মহীতোষের খবর পেয়েও দাদা আসেনি। কাউকে পাঠায়ওনি। তবু সামনে গিয়ে পড়লেকি তাড়িয়ে দিতে পারবে ? যত সামান্যই হোক বাবার তো কিছু জোতজমিছিল; তার কিছু অংশ প্রাপ্য হতে পারে না ? পূর্ণিমার ভাবনা ছিঁড়ে দরজার কড়া নড়ে উঠল। অন্নদাদির আসার কথা আছে। দরজা খুলতেই চারজন পুষ হুড়মুড়িয়েঘরে ঢুকে পড়ল। ছিটকে যেতে যেতে পূর্ণিমা লক্ষ করেদরজার বাইরে তিনটে মোটরসাইকেলে আরও জনা চারেক।
—একী—তোমরা—কীচাই ?
পূর্ণিমামানুষগুলোকে চেনার চেষ্টা করে। একজনকেও চেনা লাগল না। মহীতোষের চ্যালা-চামুণ্ডাদের দু'তিনজন ছাড়া কাউকেচিনতও না।
হায়নারশব্দে হেসে একজন বলল, তোমাকে ছাড়া আর কী চাইব লবেজান! তোমার সঙ্গে সঙ্গেবুকের হাফসোলটাকেও আজ নাঙ্গা করব।

বলেই লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ল পূর্ণিমার ওপর। পূর্ণিমা আর্ত চিৎকার করে পিছনে সরার চেষ্টা করলেঅন্য দুটো সাঁড়াশি হাত ওর বুকের ওপর হামলে পড়ে। ওর তীব্র আর্তনাদ সন্ধ্যার বাতাসে হুইসেলেরমতো বাজে। সাঁড়াশি হাতের আকর্ষণেও মেঝেতে লুটোয়। অন্য লোকটা শাড়িনিয়ে টানাটানি করে। প্রহরারত বাকি দুজন বলে, মিছে চেঁচিয়ে লাভ নেই,সুন্দরী। শুধু শুধু গলা শুকোবে। আরও চেঁচালে গলা টিপে ধরব।
ফ্যাঁসশব্দে ব্লাউজ ছেঁড়ার সঙ্গে বাইরে একটা জিপের শব্দ পাওয়া যায়।
—তোমরা!তোমরা এখানে কী করছ ?
ঘরেরভেতরের অবস্থা দেখে উত্তেজিত শ্রীধর পোদ্দার গলা চড়িয়ে বলে, হতচ্ছাড়াউল্লুকের দল—তোরা ভেবেছিস কী —যা বেরো—বেরো। একলা অসহায় মহিলার ওপর হামলা—ছিঃছিঃ—তোদের বাড়িতে মা-বোন নেই—তোদের বড় বাড় বেড়েছেদেখছি—
দুদ্দাড়শব্দ তুলে ছেলেগুলো বেরিয়ে যাবার পরপরই মোটর সাইকেলের গর্জন শোনাগেল।
পূর্ণিমানিজেকে যথাসাধ্য গুছিয়ে উঠিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি ওদের যেতে দিলেন!থানায় খবর দিলেন না?
—থানায়খবর দিতে চাও ? দাও। তাতে কি তোমার সম্মান বাড়বে ? তুমি তো নিরাপদে থাকতে চাও। পুলিশ কি তোমাকে রোজ পাহারা দেবে, নাআমি রোজ এসে তোমাকে বাঁচাব ? এখানদিয়ে যাচ্ছিলাম, তোমার চিৎকার শুনে ছুটে এলাম। এখন তুমি যা ভাল বোঝো করবে, আমি চলি।
—ওরাযদি আবার আসে ?
—একামেয়েছেলে, বিপদ তো হতেই পারে। সেজন্যই বলেছিলাম নারী নিকেতনে চলে এসো, আমার নজরে থাকবে। কেউ চোখ তুলে তাকাবে না। যাইহোক, আমি আমার লোকজনদের বলে দেবযাতেতোমার খেয়াল রাখে। কতটা কীকরবে তা অবশ্য বলতে পারি না। এখনকার ছেলেরা—কেউ কারও কথা শুনতে চায় না।
যাবারজন্য দু'পা বাড়িয়ে আবার ফিরে আসে শ্রীধর। পূর্ণিমার সামনে দাঁড়িয়ে ওর বিধ্বস্ত বেশবাস, বুকের বেআবভাঁজ দেখে। পূর্ণিমা শ্রীধরের লোলুপচোখের গ্রাসে আচ্ছাদনের জন্য শাড়ির আঁচল টানে। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি উজিয়ে শ্রীধর বলল, মন স্থির করেখবর দিয়ো। আমি আসব। আমার অফার তো তোমার জানা আছে।
পূর্ণিমাথানায় গিয়েছিল। থানা কেস নিল না। কোনও সাক্ষী প্রমাণ নেই। পূর্ণিমা ছেলেদের নাম পরিচয় কিছুইবলতে পারল না। পাড়া-প্রতিবেশী কারোই এমন কোনও ঘটনার কথা জানানেই। মনগড়া অভিযোগের পিছনেছোটার মতো বেকার সময় নেই পুলিশের। বড়বাবু ফ্রয়েডীয় জ্ঞানের বহর দেখিয়ে মেজবাবুকে বললেন, অল্পবয়েসের বিধবা—সেক্সশুয়াল স্টারভেশনের জন্য হ্যালুসিনেশনে ভুগছে।
সরাসরি শারীরিক আক্রমণ ছাড়া আভাসে ইঙ্গিতে ক্রমাগতমানসিকভাবে নিগৃহীত হতে থাকে পূর্ণিমা। অন্ধকার নামলে ভয়ে কুঁকড়ে যায়। জানালা দিয়ে ইটের টুকরো, কদর্য ভাষায় লেখা কাগজপিণ্ডপড়ে। হঠাৎ হঠাৎ দরজার কড়া নড়েওঠে। এক-একদিন জড়িত কণ্ঠে শোনাযায়—ওগো পূর্ণিমার চাঁদ/এই মায়াবিনী রাতে কে একা।
নিপায়পূর্ণিমা শেষ ভরসা নিয়ে অধীর প্রামানিকের সঙ্গে দেখা করে তারসার্বিক অবস্থা, বিশেষত নিরাপত্তাহীনতার ঘটনা জানিয়ে বলে, আপনি ছিলেনওর নেতা, আপনার জন্যই জীবনটা দিয়েছে, আমার মেয়েটার জন্যও আপনি কিছুকরবেন না ? আপনি না করলে আমিকার কাছে যাব ? আমি তো আরকারোকে চিনি না।
সহানুভূতিরপ্রস্রবণ বইয়ে দেয় অধীর। মহীতোষ যে কত নিবেদিত প্রাণ কমরেড ছিল, সেসব বলেপূর্ণিমাকে আশ্বস্ত করে—তোমাদের জন্য তো করতে হবেই। এটাআমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমিশ্রীধরবাবুর সঙ্গেও এবিষয়ে কথা বলেছি। তোমাকে নারী সেবা নিকেতনের মেট্রন হিসেবে নিয়োগ করাহবে— সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এ-বিষয়ে মহিলা-সমিতির সঙ্গেও কথা হয়েছে। নেত্রী পারমিতা গুপ্তা শীঘ্রই যাবেন তোমারকাছে।
—এছাড়াআর কোনও উপায় নেই ?
—না—মানে,এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে! নিয়মিত রোজগার, নিরাপত্তা— কিছুরই অভাব থাকবে না। আর, আমরা তো রইলামই।
পূর্ণিমাবাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে দেখে রাস্তার দুধারের ড্রেন বুজে ময়লাউপছে পড়ছে। বিবমিষাময় দুর্গন্ধ। মানুষ নির্বিকার যাতায়াত করচে। শনি মন্দিরের সামনে নারী-পুষেরউদীপ্ত জটলা। কাঁসর, ঘন্টা, ধূপ। কোলাহল। মণিকাঞ্চন বার-কাম-রেস্টুরেন্টের সাইনবোর্ডেকম্প্যুটারাইজড আলোয় বর্ণালী। মাইকে ঘোষণা শোনা যায়—আগামী কাল বিকেল চারটেয়কাছারি ময়দানে বিরাট বইমেলা ও সংস্কৃতি উৎসবের উদ্বোধন করবেনবিশিষ্ট সমাজসেবী, বিদ্যোৎসাহী বুদ্ধিজীবী ও গণনেতা শ্রীধর পোদ্দার। আপনাদের দলে দলে যোগদানের জন্য ....
পরদিনরাত নটার কিছু পরে পূর্ণিমার দরজার কড়া নড়ে। খোলা কপাটের পাশে এক ফালি মূর্তি। শ্রীধর পোদ্দারের বিগলিত মুখে অন্য একপূর্ণিমার উদ্ভাস।
খণ্ডিত! তবু—।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com